www.dailyasianage.com
THE ASIAN AGE
CITY EDITION
Date:18-04-2016 Page: 08, Col 1-4 Size:36 Col*Inc

Dr Debapriya Bhattacharya, of the Centre for Policy Dialogue (CPD) addressing a press conference on Sunday at Cirdap auditorium for putting forward its recommendations for the upcoming (2016-'17) national budget

BB heist needs open hearing: CPD experts

Staff Correspondent

Dr Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD) on Sunday demanded the Parliamentary Standing Committee on Finance Ministry to arrange an open hearing over the Bangladesh Bank's fund heist.

"Philippines' parliament held an open hearing (over the issue). Where's our parliamentary standing committee on finance? Why didn't the committee convene a meeting? Why our parliament didn't get any chance to discuss it when the Philippines' parliament is discussing the Bangladesh issue?" he said addressing a press briefing in the city.

The CPD, a civil society think tank, arranged the briefing at Cirdap auditorium for putting forward its recommendations for the upcoming (2016-'17) national budget.

Dr Debapriya said there is lack of coordination in the financial management of Bangladesh. "The institutional framework is not effective right now, which was exposed through remarks of the Finance Minister and behaviours of the central bank (after the scam)... a confusing situation is now prevailing in the leadership of the financial sector," he said. People first came to know about the issue from foreign newspapers, public hearings of the Philippines Federal Reserve of the USA, the Swift of Switzerland, and Sri Lankan bank, Debapriya said.

"I don't know whether the issue has been discussed in our cabinet. If anyone knows, please inform me," he said.

About the impact of the US$101 million fund heist from the Bangladesh Bank, he said this amount of money would not create any chaos in the country's economy as Hallmark and Bismilla Group each has taken away the larger amount. He, however, said the concern is not about the size, but about the safety and sustainability of the financial sector as the heist exposed how technology-based risks Bangladesh is facing. On February 4, hackers stole US$101 million from the Bangladesh Bank's account with the Federal Reserve Bank of New York.

CPD Executive Director Prof Mustafizur Rahman and its Additional Research Director Dr Khondaker Golam Moazzem also spoke at the function, while its research fellow Towfiqul Islam Khan placed the recommendations for the upcoming national budget.

THE BANGLADESH TODAY
Date:18-04-16 Page 12, Col 5-7 Size:10.5 Col*Inc

CPD wants hearing on BB heist

DHAKA : Distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD) Dr Debapriya Bhattacharya on Sunday suggested the Parliamentary Standing Committee on Finance Ministry to arrange an open hearing over the Bangladesh Bank's fund heist, reports UNB.

"Philippines' parliament held an open hearing (over the issue). Where's our parliamentary standing committee on finance? Why didn't the committee convene a meeting? Why our parliament didn't get any chance to discuss it when the Philippines' parliament is discussing the Bangladesh issue?" he said addressing a press briefing in the city. The CPD, a civil society think tank, arranged the briefing at Cirdap auditorium for putting forward its recommendations for the upcoming (2016-'17) national budget.

Dr Debapriya said there is lack of coordination in the financial management of Bangladesh. "The institutional framework is not effective right now, which was exposed through remarks of the Finance Minister and behaviours of the central bank (after the scam)... a confusing situation is now prevailing in the leadership of the financial sector," he said.

dailyobserver
Second Edition
Date:18-04-16 Page:17 Col:1-3 Size:15Col*Inc

CPD wants parliamentary hearing on BB heist

Business Correspondent

Distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD) Dr Debapriya Bhattacharya on Sunday suggested the Parliamentary Standing Committee on Finance Ministry to arrange an open hearing over the cyber heist of Bangladesh Bank (BB) account with the Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) occurred in February.

"Philippines' parliament held an open hearing (over the issue). Where's our parliamentary standing committee on finance? Why didn't the committee convene a meeting? Why our parliament didn't get any chance to discuss it when the Philippines' parliament is discussing the Bangladesh issue?" he said at a press conference held in the city on Sunday.

The CPD, a civil society think tank, arranged the press conference at Cirdap auditorium for putting forward its recommendations for the upcoming (2016-'17) national budget.

Dr Debapriya said there is lack of coordination in the financial management of Bangladesh. "The institutional framework is not effective right now, which was exposed through remarks of the Finance Minister and behaviours of the central bank (after the scam)... a confusing situation is now prevailing in the leadership of the financial sector," he said.

People first came to know about the issue from foreign newspapers, public hearings of the Philippines Federal Reserve of the USA, the Swift of Switzerland, and Sri Lankan bank, Debapriya said.

"I don't know whether the issue has been discussed in our cabinet. If anyone knows, please inform me," he said.

About the impact of the $101 million fund heist from the BB, he said this amount of money would not create any chaos in the country's economy as Hallmark and Bismilla Group each has taken away the larger amount.

He, however, said the concern is not about the size, but about the safety and sustainability of the financial sector as the heist exposed how technology-based risks Bangladesh is facing.

On February 4, hackers stole $101 million from the BB's account with the FRBNY.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date:18-04-16 Page: 1 Col:1 Size: 16 Col*Inc

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য

রিজার্ভ চুরির ঘটনায় এই নীরবতা কেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় ফিলিপাইনের সংসদে মুক্ত আলোচনা হচ্ছে, শুনানি হচ্ছে অথচ বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা, সংসদ এমনকি সংসদীয় কমিটি নীরব কেন? সরকারের কাছে এমন প্রশ্ন রেখেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য।

গতকাল রাজধানীতে 'বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা ও দেশের সাম্প্রতিক অর্থনীতি' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, রিজার্ভের ৮০০ কোটি টাকা চুরির ঘটনায় দেশের অর্থনীতিতে তোলপাড়ের মতো কিছু হবে না। কেন না হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপের ঋণ

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

রিজার্ভ চুরির ঘটনায়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] কেলেঙ্কারিতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা চলে গেছে। সে তুলনায় এ পরিমাণ টাকা কোনো বিষয় না সরকারের কাছে। অর্থমন্ত্রী তো এর আগে একাধিকবার বলেছেনও হলমার্কের ৫ হাজার কোটি টাকা কোনো বিষয় নয়। বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তে এবং ব্যাংক খাতের পুনর্গঠনে একটি কমিশন গঠনের কথা অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বললেও মাত্র কদিন আগে বলেছেন তার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু সিপিডি মনে করে এটার দরকার আছে। ড. দেবপ্রিয় বলেন, এই মুহূর্তে আর্থিক খাতের সঠিক স্বাস্থ্য কী আমরা কেউ বলতে পারি না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য আমরা জানতে পারি না। এ কমিশন শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম-দুর্বলতাও খতিয়ে দেখবে। পানামা পেপারস সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশ থেকে অর্থ পাচারের বিষয়টি আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি। আন্ডার ইনভয়েস, ওভার ইনভয়েস ছাড়াও বিদেশে বিনিয়োগের নামে অর্থ পাচার হচ্ছে কি না—তা খতিয়ে দেখা দরকার। তবে পাচার প্রতিরোধে অবৈধ সম্পদ ও আয় এগুলোকে আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং এগুলোকে মূল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' বলে একটা বিষয় আছে, এটি নিয়ন্ত্রণ করার মতো সদিচ্ছা ও মনোবল সরকারের আছে কি না সেটাও ভেবে দেখতে হবে। রিজার্ভ চুরির ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঘটনাটি আমরা প্রথম বিদেশি গণমাধ্যম থেকে জেনেছি এবং ঘটনাটি বিভিন্ন দেশে আলোচনা হয়েছে। এ ঘটনার পর অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আচরণে আমাদের আর্থিক খাতের সমন্বয়হীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনাটি এজেন্ডা হিসেবে আমাদের মন্ত্রিসভা ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা হয়েছে কিনা, আমি জানি না। তবে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উচিত বিষয়টি নিয়ে উন্মুক্ত শুনানির আয়োজন করা। এক্ষেত্রে আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও চরম বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। তিনি বলেন, বাজেটের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সব থেকে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে অর্থায়নের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে— রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ক্ষেত্রে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই পার্থক্য বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এতে বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এ কারণে আগামী বাজেটে গুণগত মানের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা। আর আমাদের দেশের বাজেটের মূল সমস্যা দুটি এর একটা অর্থায়ন, অন্যটি হলো বাস্তবায়ন। দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশের বাজেটের যে আকার এটা জিডিপি'র ১৭ শতাংশ, এটা মোটেও উচ্চাভিলাষী বাজেট নয়। এটা বাড়িয়ে ২২-২৩ শতাংশ করা গেলে ভালো। বাজেট কাঠামো সংস্কারে স্থানীয় সরকার বাজেট পৃথকভাবে দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্পের পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা খাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও যথাযথ বরাদ্দ বেশি দেওয়া প্রয়োজন। এ বছর আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেমে গেছে অনেক নিচে। কর্মসংস্থানের পরিমাণও কম। এডিপি বাস্তবায়নের হার গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। দেবপ্রিয় বলেন, এটা খুব হতাশাজনক যে, আয়করের আওতায় পড়ে এমন সম্ভাব্য ৫০ শতাংশ লোক এখনো আয়কর দেন না। আয়কর বাড়ানোর চেয়ে নতুন আয়করদাতার সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

প্রথম আলো

Date 18-04-2016 Page: 13, Col 2-5 Size: 24 Col*Inc

রিজার্ভ চুরি নিয়ে মুক্ত আলোচনা দাবি

বাজেট সামনে রেখে গবেষণা সংস্থা সিপিডির সুপারিশমালা উপস্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাক্-বাজেট ২০১৬-১৭

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় জাতীয় সংসদে আলোচনার দাবি তুলেছেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এ ধরনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে উন্মুক্ত আলোচনা হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে পরবর্তী সংসদে এটিকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় নিয়ে আসা দরকার।

আসন্ন জাতীয় বাজেট সামনে রেখে গতকাল রোববার সকালে সিপিডির পক্ষ থেকে বাজেটবিষয়ক বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় এসব কথা বলেন।

দেবপ্রিয় বলেন, 'বাংলাদেশে এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে, সেটি সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি জেনেছি ফিলিপাইনের সংসদের প্রকাশ্য শুনানির মাধ্যমে। সারা বিশ্বে এ নিয়ে এত কিছু হচ্ছে অথচ আমাদের মন্ত্রিসভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না, তা আমরা জানি না। ফিলিপাইনের সংসদ প্রকাশ্য শুনানি করছে কিন্তু আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি কোথায়? আমাদের সংসদীয় কমিটি এ নিয়ে একটি সভাও তো ডাকল না, কোনো আলোচনাও করল না।'

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকেরা জানতে চান আগামী অর্থবছরের (২০১৬-১৭) বাজেট কেমন হওয়া উচিত? জবাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আগামী বাজেট হওয়া উচিত দরিদ্র ও দুস্থবান্ধব, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী, বৈশ্বিক পরিস্থিতিসচেতন ও সংস্কারমূলক।

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ● প্রথম আলো

সিপিডির লিখিত সুপারিশগুলো তুলে ধরেন সংস্থাটির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। আরও বক্তব্য দেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান ও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

সিপিডি বলছে, বাজেটের আকারের চেয়ে গুণগত মান বাড়ানো জরুরি। চলতি অর্থবছরে প্রায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে দাবি সরকার করছে, সেটিকে টেকসই রূপ দিতে হবে। বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রাক্কলনের মধ্যে ঘাটতি ক্রমেই বাড়ছে। তাই বাজেটের প্রাক্কলনের ভিত্তি হওয়া উচিত বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও পরিস্থিতির নিরিখে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, একদিকে মানুষের আয় বাড়ছে আবার মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, অথচ আয়কর আদায় প্রবৃদ্ধি গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এতে একধরনের বৈপরীত্য আছে। ফলে তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

সিপিডি মনে করে, এ বছর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রভাব জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ জন্য চলতি অর্থবছর জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের বেশি হবে বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির প্রভাব সব সময় একই রকম থাকবে না। তাই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়িয়ে ৭ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধিকে টেকসই রূপ দিতে হবে।

সিপিডি বলেছে, চলতি অর্থবছর শেষে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি দাঁড়াবে। এ ছাড়া কর্মসংস্থান তৈরিতে জাতীয় প্রবৃদ্ধির যথাযথ প্রতিফলন ঘটছে না।

সামরিক বাজেট বা অর্থনীতির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছে সিপিডি। সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির সঙ্গে বিভিন্নভাবে সামরিক অর্থনীতি জড়িত হয়ে গেছে। তাই সামরিক অর্থনীতিতে আধুনিকায়ন ও জাতীয় প্রয়োজনের স্বার্থে কী ধরনের বিনিয়োগ করব—এ সম্পর্কে স্বচ্ছ আলোচনার সময় হয়েছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবেদনশীলতাকে বজায় রেখেই এ কাজটি করতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, পৃথিবীর বুকে সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী বাহিনী এখন বাংলাদেশ দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নকাজের সঙ্গে প্রতিরক্ষা বা সামরিক বাহিনী যুক্ত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। বড় ধরনের সমুদ্রসীমা সম্প্রসারিত হওয়ায় ভবিষ্যতে সেখানে নৌবাহিনীর বড় ভূমিকা থাকবে।

আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বাধীন আর্থিক খাত সংস্কার কমিশন ও পরিসংখ্যান কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা আবার তুলে ধরেছে সিপিডি।

সিপিডি আরও যেসব সুপারিশ করেছে-বিপিসিসহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়, ব্যয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত, ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টের বাস্তবায়ন, নতুন ভ্যাট আইন কার্যকরে অনুকূল পরিবেশ তৈরি প্রভৃতি।

বণিক বার্তা
Date:18-04-2016 Page 16 Col 2-3 Size: 22 Col*Inc

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডির সংবাদ সম্মেলন ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

রিজার্ভ চুরি নিয়ে সংসদীয় কমিটির ভূমিকায় সিপিডির প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় ফিলিপাইনের সিনেটে নিয়মিত শুনানি হচ্ছে। সন্দেহভাজনদের সে শুনানিতে হাজির করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সংসদীয় কমিটির এ নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ প্রশ্ন তোলা হয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরির ঘটনা প্রথম শুনতে হলো বাইরের দেশ থেকে। ফিলিপাইন প্রথম এ খবর প্রকাশ করল। জানাল যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক। এমনকি শ্রীলংকার এনজিওর নামে পাচার হওয়া অর্থ তুলতে গিয়ে ধরা পড়ার যে ঘটনা ঘটলো সেটাও বাইরে থেকে জানা গেল। এগুলো খুবই উদ্বেগের বিষয়। এর মধ্য দিয়ে আর্থিক খাতের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে চরম সমন্বয়হীনতাই উঠে এসেছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, যে পরিমাণ অর্থ চুরি হয়েছে, তাতে দেশের অর্থনীতিতে কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে এটা দেশের জন্য অশনিসংকেত। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দুর্বলতায় বাংলাদেশ যে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো তা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই উদ্বেগের। তা হলো, অর্থ চুরি নিয়ে মন্ত্রিসভায় কোনো আলোচনা হলো না। এ নিয়ে কোনো ধরনের শুনানির আয়োজন করল না অর্থনৈতিক বিষয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও।

বাংলাদেশের রিজার্ভের অর্থ চুরি নিয়ে ফিলিপাইনের সিনেটে নিয়মিত শুনানি হচ্ছে জানিয়ে ড. দেবপ্রিয় বলেন, সেখানে দোষীদের চিহ্নিত করা হলো। অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়ল। কিন্তু বাংলাদেশের সংসদে এ নিয়ে কোনো আলোচনার উদ্যোগই নেয়া হলো না। এটা খুবই দুঃখজনক। তিনি বলেন, রিজার্ভ চুরিসহ সব ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারি ধরতে উন্মুক্ত শুনানি প্রয়োজন। পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের দুর্বল দিকগুলো বের করতে দ্রুত ব্যাংকিং কমিশন গঠনের সুপারিশ করেন তিনি।

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

রিজার্ভ চুরি নিয়ে সংসদীয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে সিপিডি তাদের পূর্বাভাসে জানায়, চলতি অর্থবছর রাজস্ব আহরণে ৩৮ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হতে পারে। তবে ৭ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক হিসাবকে মেনে নিয়েছে সংস্থাটি। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়, গত অর্থবছর ৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। এবার বাড়তি প্রবৃদ্ধির ৮০ শতাংশই আসবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কারণে। তবে চূড়ান্ত হিসাবে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমতে পারে।

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা খুব বেশি নয় বলেও মনে করে সংস্থাটি। তবে বাজেট বাস্তবায়নে গুণগত মানের প্রতি জোর দেন ড. দেবপ্রিয়। তিনি বলেন, আগামী অর্থবছরের বাজেটের সম্ভাব্য যে আকার বলা হচ্ছে, সেটি আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির আকারের তুলনায় খুব বড় নয়। এজন্য তিনি ভবিষ্যতে বাজেট আরো বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

নতুন অর্থবছরের (২০১৬-১৭) বাজেট কেমন হওয়া উচিত? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আগামী বাজেট হওয়া উচিত দরিদ্র ও দুস্থবান্ধব, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী, বৈশ্বিক পরিস্থিতি সচেতন ও সংস্কারমুখী। অর্থাৎ বাজেটে গরিবের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকতে হবে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে, প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সংস্কারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। সর্বোপরি বিশ্ব অর্থনীতির অভিঘাত যেন বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর না পড়ে, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নতুন বাজেটে কিছু অর্জনের প্রাক্কলন করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, আগের বছরের বাস্তবায়ন হারের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। তাই বাজেট প্রণয়ন করা উচিত বাস্তবায়নের সক্ষমতার নিরিখে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সিপিডির গবেষণা দলের অন্য সদস্যরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সিপিডির পক্ষ থেকে জানানো হয়, চলতি অর্থবছর প্রায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে দাবি সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, সেটাকে টেকসই রূপ দিতে হবে। প্রাক্কলিত অর্জনের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রাক্কলন করার ফলে বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রাক্কলনের মধ্যে ঘাটতি বা তারতম্য ক্রমেই বাড়ছে। এছাড়া বর্তমান বাজেট কাঠামোয় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে একদিকে মানুষের আয় ও মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকলেও আয়কর আদায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে সর্বনিম্ন। সাধারণ নিয়মে আয় বাড়লে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আয়কর আদায়ও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে বড় ধরনের বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে।

The New Nation
Date:18-04-2016 Page:12 ,Col: 5-7 Size: 16 Col*Inc

CPD for open hearing on BB heist

UNB, *Dhaka*

Distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD) Dr Debapriya Bhattacharya on Sunday suggested the Parliamentary Standing Committee on Finance Ministry to arrange an open hearing over the Bangladesh Bank's fund heist.

"Philippines' parliament held an open hearing (over the issue). Where' s our parliamentary standing committee on finance? Why didn't the committee convene a meeting? Why our parliament didn't get any chance to discuss it when the Philippines' parliament is discussing the Bangladesh issue?" he said addressing a press briefing in the city. The CPD, a civil society think tank, arranged the briefing at Cirdap auditorium for putting forward its recommendations for the upcoming (2016-'17) national budget.

Dr Debapriya said, there is lack of coordination in the financial management of Bangladesh. "The institutional framework is not effective right now, which was exposed through remarks of the Finance Minister and behaviours of the central bank (after the scam)... a confusing situation is now prevailing in the leadership of the financial sector," he said. People first came to know about the issue from foreign newspapers, public hearings of the Philippines Federal Reserve of the USA, the Swift of Switzerland, and Sri Lankan bank, Debapriya said.

"I don't know whether the issue has been discussed in our cabinet. If anyone knows, please inform me," he said.

About the impact of the US$101 million fund heist from the Bangladesh Bank, he said this amount of money would not create any chaos in Contd on page-11- Col-8

CPD for open hearing

Cont from page 12

the country's economy as Hallmark and Bismillah Group each has taken away the larger amount. He, however, said the concern is not about the size, but about the safety and sustainability of the financial sector as the heist exposed how technology-based risks Bangladesh is facing.

On February 4, hackers stole US$101 million from the Bangladesh Bank' s account with the Federal Reserve Bank of New York. CPD Executive Director Prof Mustafizur Rahman and its Additional Research Director Dr Khondaker Golam Moazzem also spoke at the function, while its research fellow Towfiqul Islam Khan placed the recommendations for the upcoming national budget.

দৈনিক
দিনকাল
Date:18-04-2016 Page 01, Col 4-6 Size: 25.5 Col*Inc

সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল আগামী জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭ উপলক্ষে সিপিডির সংবাদ সম্মেলন -দিনকাল

রিজার্ভ চুরির ঘটনায় সংসদীয় কমিটিগুলো নীরব কেন : সিপিডি

দিনকাল রিপোর্ট

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটের আকারের চেয়ে কাঠামোগত ও গুণগতমান বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

গবেষণা সংস্থাটি বলছে, বাজেটের বাস্তবায়ন এবং যে প্রাক্কলন করা হয়, তার মধ্যে বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে ৩৮ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে বলে জানিয়েছে সিপিডি। গত কয়েক বছরে রাজস্ব আদায়ে প্রতিবছর গড়ে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও এবার ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয় ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে বাজেটের সম্ভাব্য যে আকার বলা হচ্ছে, সেটিকে বড় করে দেখছে না সিপিডি। তাদের মতে, আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির যে আকার, তার তুলনায় বাজেটের আকার খুব বড় কিছু নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় সংসদীয় কমিটিগুলোর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গবেষণা সংস্থাটি জানিয়েছে, এই রিজার্ভ চুরি দেশের অর্থব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা নিয়ে ফিলিপাইন্সের মতো সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে গণশুনানি হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তারা। সিপিডির দাবি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কারণেই চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্য মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ ধরা হয়েছে। জিডিপির এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না। সিপিডি মনে করে,

>পৃ ২ ক ৭>

চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায় ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন

রিজার্ভ চুরির ঘটনায় সংসদীয় কমিটিগুলো

প্রথম পাতার পর

বর্তমান বাজেট কাঠামোতে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে দেখা যাচ্ছে, একদিকে মানুষের আয় বাড়ছে আবার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, অথচ আয়কর আদায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সাধারণ নিয়মে আয় বাড়লে তার সঙ্গে সংগতি রেখে আয়কর আদায়ও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে বড় ধরনের বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে।

গতকাল রবিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আগামী অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে এক সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির এসব প্রস্তাব তুলে ধরেন গবেষণা সংস্থাটির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

লিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য দেন নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নতুন বাজেট দেয়া হয়, সেখানে কিছু অর্জনের প্রাক্কলন করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, আগের বছরের বাস্তবায়নের হারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় না। তাই বাজেট করা উচিত বাস্তবায়নের সক্ষমতার নিরিখে। অর্থনীতির সমন্বয় বৃদ্ধি ও আর্থিক খাতে নানান ঘটনার মধ্যে দেখা যায়, অর্থনীতির নেতৃত্ব ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক ধরনের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

দেশ থেকে অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে। সেটি রোধ করতে হলে আয় ও সম্পত্তি দুটিই আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। এ জন্য অর্থনীতির খাতে সমন্বয় বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি। একই সঙ্গে আর্থিক খাতের সংস্কারের জন্য একাধিক কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

ইনকিলাব
Date17-04-2016 Page: 01 Col: 1-3 Size: 21.5 Col*Inc

রিজার্ভ চুরি নিয়ে সংসদ নীরব কেন প্রশ্ন সিপিডি'র

জিডিপি অর্জন নিয়ে শঙ্কা, রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে ৩৮ হাজার কোটি টাকা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা নিয়ে ফিলিপাইনের সিনেটে যখন তোলপাড় তখন দেশের সংসদীয় কমিটিগুলো এ ব্যাপারে নীরব কেন – এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গবেষণা সংস্থাটি জানিয়েছে, এই রিজার্ভ চুরি দেশের অর্থব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত। একই সঙ্গে চলতি অর্থবছরে (২০১৫-১৬) দেশজ মোট উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। তাদের মতে, চলতি অর্থবছরে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের কথা ছিল তা পূরণ হবে না। ৩৮ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে। আর সম্পদ আহরণে সমস্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল আগামী অর্থবছরের (২০১৬-১৭) বাজেটে সিপিডির সুপারিশমালা শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলা হয়। লিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আগামী অর্থবছরের জন্য তিন লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার বাজেটের আভাস দিয়েছেন। সিপিডির মতে, দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের যে ধারা সেই বিবেচনায় বাজেট আরো বেশি হওয়া দরকার। আর নতুন বাজেটে বিনিয়োগ বাড়ানো উচিত। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির দাবি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কারণেই চলতি অর্থবছরে পৃঃ ২ কঃ ১

রিজার্ভ চুরি নিয়ে সংসদ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্ভাব্য মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ ধরা হয়েছে। জিডিপির এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না। এছাড়া সংস্থাটি জানায়, গত কয়েক বছরে রাজস্ব আদায়ে প্রতি বছর গড়ে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও চলতি বছরে ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয় ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই থেকে মার্চ) রাজস্ব আদায় হয়েছে এক লাখ ন হাজার ২১৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এ সময় পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লাখ ২১ হাজার ২৬০ কোটি টাকা।

সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নতুন বাজেট দেওয়া হয়, সেখানে কিছু অর্জনের প্রাক্কলন করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, আগের বছরের বাস্তবায়নের হারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় না। তাই বাজেট করা উচিত বাস্তবায়নের সক্ষমতার নিরিখে। অর্থনীতির সমন্বয় বৃদ্ধি ও আর্থিক খাতে নানা ঘটনায় মধ্যে দেখা যায়, অর্থনীতির নেতৃত্ব ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক ধরনের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। একই সঙ্গে আমরা মনে করি, বাজেট দেশের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে আরো বড় হওয়া উচিত। আমরা মনে করছি, সম্পদ আহরণের কাঠামোতে বড় ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই সমস্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

জিডিপির প্রবৃদ্ধি নিয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সরকারের তথ্য অনুযায়ী সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে। আর জিডিপির এই অর্জনের ৮০ শতাংশই সরকারি খাতের। প্রবৃদ্ধির এই উচ্চতর মাত্রাকে টেকসই করতে হলে এর গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। কারণ আমাদের একদিকে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, অন্যদিকে সেরকারি খাতে বিনিয়োগ কমেছে। রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধিও কমেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৪ বছরের সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি, যা বিভ্রান্তিকর।

এদিকে পানামা পেপারস প্রসঙ্গে সিপিডি বলছে, দেশ থেকে অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে। সেটি রোধ করতে হলে আয় ও সম্পত্তি দুটোই আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। এ জন্য অর্থনীতির খাতে সমন্বয় বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি। একই সঙ্গে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে অর্থপাচারের বিরুদ্ধে সরকারের শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আর্থিক খাতের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি যেটা আছে, তাদের আরো বেশি সক্রিয় হয়ে এসব বিষয়কে বিবেচনা করা উচিত এবং সেখানে উন্মুক্ত শুনানি করা উচিত। সংস্থাটি আর্থিক খাতের সংস্কারের জন্য একাধিক কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া আগামী অর্থবছরে বাজেটের কাঠামোর গুণগত মানোন্নয়ন এবং 'বাস্তবায়নযোগ্য' বাজেট প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি।

মানবজমিন
Date:18-04-2016 Page 01, Col 5-6 Size: 17 Col*Inc

রাজকোষ কেলেঙ্কারি

গণশুনানি চায় সিপিডি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, রিজার্ভ চুরির টাকা ফিলিপাইনে যাওয়ায় সেখানে সিনেট কমিটির তদন্ত হলেও বাংলাদেশে তেমন কোনো উদ্যোগ কেন নেয়া হয়নি। ফিলিপাইনের পার্লামেন্টে সিনেট বৈঠক করলো, আমাদের সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি একটি মিটিং ডাকলো না কেন? বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থায় কোথাও 'অসঙ্গতি' আছে কিনা তা 'খতিয়ে দেখার সময় এসেছে'। আর এটা নিয়ে উন্মুক্ত শুনানি হওয়া উচিত। আসন্ন জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রস্তাব দেন তিনি। পানামা পেপার্স নিয়ে এক *পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬*

গণশুনানি চায় সিপিডি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রশ্নের জবাবে ড. দেবপ্রিয় বলেন, দেশ থেকে অর্থ পাচারের বিষয়টি আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি। আন্ডার ইনভয়েস, ওভার ইনভয়েস ছাড়াও বিদেশে বিনিয়োগের নামে অর্থ পাচার হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। তিনি বলেন, তবে পাচার প্রতিরোধে অবৈধ সম্পদ ও আয় এগুলোকে একটা আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং এগুলোকে মূল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' বলে একটা বিষয় আছে। এটি নিয়ন্ত্রণ করার মতো সদিচ্ছা ও মনোবল সরকারের আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি যাওয়ার এক মাস পর তা বিদেশি গণমাধ্যম থেকে প্রকাশিত হওয়ার প্রসঙ্গে টেনে তিনি বলেন, দেশে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে একটি 'বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি' বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরি অর্থনীতিতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা– এর জবাবে তিনি বলেন, এটা আসলে পরিমাণের বিষয় নয়। এটা আসলে গুণগত মানের বিষয়। যে পদ্ধতিতে টাকাগুলো গেল সেই বিষয়টি জানার বিষয়। রিজার্ভ থেকে যে পরিমাণ অর্থ গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ হাতিয়ে নিয়ে গেছে হলমার্ক ও বিসমিল্লাহ গ্রুপ। এখানে অর্থ চুরির চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে গুণগত বিষয়টি। তবে এ ঘটনাটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। আর বিষয়টি আমাদের সচেতন করে গেল। এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কেমন, তা মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাষ্যরণে প্রকাশ পেয়েছে বলে তিনি মনে করেন। ঘটনাটি আমরা প্রথম বিদেশি গণমাধ্যম থেকে জেনেছি। এ ঘটনাটি বিভিন্ন দেশে আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে দেবপ্রিয় বলেন, এ ঘটনার পর অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আচরণে আমাদের আর্থিক খাতের সমন্বয়হীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া দেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতার স্বার্থে এই খাতে কমিশন গঠনের বিষয়ে প্রস্তাব করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। একই সঙ্গে 'ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট'ও দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি। দেবপ্রিয় বলেন, এই মুহূর্তে আর্থিক খাতের সঠিক স্বাস্থ্য কী আমরা কেউ বলতে পারি না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য আমরা জানতে পারি না। তিনি বলেন, এ কমিশন শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম-দুর্বলতাও খতিয়ে দেখবে।

NEW AGE
Date:18-04-2016 Page 01, Col 03 Size: 16 Col*Inc

CPD raises questions about JS role

Staff Correspondent

THE Centre for Policy Dialogue on Sunday raised questions over indifference of Bangladesh parliament and parliamentary standing committee on finance on the issue of the country's reserve money heist from the US Federal Reserve Bank.

So many things are happening centering the issue but there are no discussions or hearing neither in the parliament nor in the parliamentary standing committee on finance, CPD distinguished fellow Debapriya Bhattacharya said at a press briefing in Dhaka.

The CPD arranged the briefing to place its budget recommendations for the

Continued on page 2 Col. 5

CPD raises questions about JS role

Continued from page 1

upcoming national budget.

Debapriya made the comment replying to a question about the role of the authorities concerned.

'Where is our parliamentary standing committee while the Philippines senate is holding open hearing over the Bangladesh Bank reserve heist... why our parliament did not discuss the issue as an agenda while the issue is also being discussed in the Philippines parliament,' he said.

The parliamentary standing committee should be more active on the issue and it should be discussed in parliament, he said.

All information on the issue are coming from foreign sources like the Philippines, US Fed and Switzerland though democracy exists in the country, he said.

'We even do not know if the issue was discussed as an agenda at cabinet meetings,' he said.

The amount of stolen reserve is not so big considering the amount embezzled by the Hallmark and Bismilllah Group from the country's banking system.

The issue is not about the amount, it is about the quality of financial structure and its management and ability of leadership, Debapriya said.

The way of heist has also brought a new risk in front which needs special attention, he added.

The independent think-tank also recommended the government for forming either parliamentary or judicial committee for scrutiny of the 'panama papers' to check whether any Bangladeshi laundered money from the country to any tax heavens.

It also suggested for enactment of a law aimed at facilitating declaration of laundered money from abroad.

CPD executive director Mustafizur Rahman said that the volume of money laundering has increased over the years as the government did not take action against those whose name appeared in Swiss Leaks in 2013.

THE DAILY
PEOPLE'S TIME
we believe in people's reality
Date:18-04-2016 Page: 03, Col 05 Size:05.5 *Inc

CPD suggests open hearing over BB heist

Business Desk

Distinguished fellow of Centre for Policy Dialogue Dr Debapriya Bhattacharya said the standing committee on finance ministry should hold an open hearing over the Bangladesh Bank heist. CPD observed a lack of co-ordination among the government over the issue, Bhattacharya said at a press conference at CIRDAP auditorium in Dhaka on Sunday morning. The CPD organized the press conference on national budget for the 2016-17 fiscal. Hackers stole US$101 million from the BB account with the Federal Reserve Bank of New York on February 4. Of the amount, $20 million went to a bank in Sri Lanka and the money has been recovered, according to the central bank. Unidentified hackers stole the money from the Bangladesh.

সংবাদ
Date: 18-04-16 Page:1 Col:3 Size: 14 Col*Inc

রিজার্ভের অর্থ চুরি আর্থিক খাতে সমন্বয়হীনতার প্রকাশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির পর অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আচরণে আমাদের আর্থিক খাতের সমন্বয়হীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতা প্রকাশ পেয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে রিজার্ভ চুরির বিষয়ে সংসদীয় কমিটিগুলোর ভূমিকা উদ্বেগজনক।

গতকাল আসন্ন জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব **রিজার্ভের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬**

রিজার্ভের : অর্থচুরি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কথা বলেন। এ সময় সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, ঘটনাটি আমরা প্রথম বিদেশি গণমাধ্যম থেকে জেনেছি এবং ঘটনাটি বিভিন্ন দেশে আলোচনা হয়েছে। রিজার্ভ থেকে যে পরিমাণ অর্থ গেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ হাতিয়ে নিয়ে গেছে হল-মার্ক ও বিসমিল্লাহ গ্রুপ। এখানে অর্থ চুরির চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে গুণগত বিষয়টি। তবে এ ঘটনাটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা নিয়ে ফিলিপাইনের সিনেটে যখন তোলপাড় চলছে, তখন দেশের সংসদীয় কমিটিগুলো নীরব কেন? এ ঘটনাটি এজেন্ডা হিসেবে আমাদের মন্ত্রিসভা ও অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা হয়েছে কি না- আমি জানি না। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উচিত বিষয়টি নিয়ে উন্মুক্ত শুনানির আয়োজন করা।

সিপিডির সিনিয়র ফেলো বলেন, দেশ থেকে যে হারে অবৈধভাবে অর্থ পাচার হচ্ছে। এটা ঘোষণা দিয়ে মূল অর্থনীতির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এরজন্য বেনামি সম্পত্তি ও আয় আইনি কাঠামোর মধ্যে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের অর্থনীতিতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' বলে একটা বিষয় আছে, এটি নিয়ন্ত্রণ করার মতো সদিচ্ছা ও মনোবল সরকারের আছে কি না সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

এছাড়া এই মুহূর্তে আর্থিক খাতের সঠিক স্বাস্থ্য কী আমরা কেউ বলতে পারি না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য আমরা জানতে পারি না। এজন্য দেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতার স্বার্থে আর্থিক খাতে কমিশন গঠনের পাশাপাশি 'ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট'-ও দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি। এ কমিশন শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম-দুর্বলতাও খতিয়ে দেখবে। তবে পাচার প্রতিরোধে অবৈধ সম্পদ ও আয় এগুলোকে একটা আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং এগুলোকে মূল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

পানামা পেপারস-সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে দেবপ্রিয় বলেন, দেশ থেকে অর্থ পাচারের বিষয়টি আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি। আন্ডার ইনভয়েস, ?ওভার ইনভয়েস ছাড়াও বিদেশে বিনিয়োগের নামে অর্থ পাচার হচ্ছে কি না- তা খতিয়ে দেখা দরকার।

সকালের খবর
Date:18-04-2016 Page: 01, Col 2-3 Size: 28 Col*Inc

সিপিডির প্রাক-বাজেট আলোচনা

রিজার্ভ চুরি নিয়ে সংসদীয় কমিটির বৈঠক না হওয়ায় প্রশ্ন

প্রবৃদ্ধির উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা টিকিয়ে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ

অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সদিচ্ছার অভাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি নিয়ে ফিলিপাইনে ধারাবাহিকভাবে সিনেট কমিটির বৈঠকে আলোচনা হলেও বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি এই নিয়ে আদৌ কোন আলোচনা না করায় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। গতকাল প্রাক-বাজেট আলোচনায় সিপিডি এ প্রশ্ন তোলে।

একই সঙ্গে বাজেট প্রণয়নে গুণগত মান বাড়ানোর সুপারিশ করেছে সিপিডি। আলোচনায় বলা হয়, বাজেটের প্রাক্কলনের সঙ্গে বাস্তবায়নের ব্যবধান বাড়ছে। সেক্ষেত্রে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে আরও বাস্তবভিত্তিক

এরপর পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

রিজার্ভ চুরি নিয়ে সংসদীয় কমিটির বৈঠক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হওয়া প্রয়োজন। এজন্য সংশোধিত বাজেটের সঙ্গে তুলনা করে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রাক-বাজেট আলোচনায় বলা হয়, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে পতন, আয়কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং কর্মসংস্থানের নেতিবাচক প্রবণতার মধ্যেই চলতি অর্থবছরের জন্য সরকার উচ্চ প্রবৃদ্ধির (৭.০৫ শতাংশ) লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করেছে। যেহেতু সরকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাড়িয়েছে, সেই বাড়তি অর্থের প্রবাহে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত রাখা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে প্রাক-বাজেট আলোচনায় সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন সিপিডি'র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। সংবাদ সম্মেলনে এ সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, সিপিডি ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির টাকা প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে সিপিডি ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'ফিলিপাইনের পার্লামেন্টে সিনেট বৈঠক করল, আমার সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি কোথায়? তারা একটি মিটিং ডাকল না কেন? বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থায় কোথাও 'অসঙ্গতি' আছে কি না তা 'খতিয়ে দেখার সময় এসেছে' বলেও বলে মন্তব্য করেন তিনি। দেবপ্রিয় বলেন, আমি মনে করি, অর্থের পরিমাণটা তুলনা করার দরকার নেই। এ অর্থ দেশের অর্থনীতিতে তোলপাড় হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। এর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ হলমার্ক ও বিসমিল্লাহ গ্রুপ নিয়ে গেছে। এ মুহূর্তে এর চেয়ে অনেক বেশি দেনাদার ব্যাংকিং খাতের ভেতরে রয়েছে। এটা আসলে পরিমাণের বিষয় নয়। এটা আসলে গুণগত মানের বিষয়। যে পদ্ধতিতে টাকাগুলো গেল সেই বিষয়টি জানার বিষয়।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি যাওয়ার এক মাস পর তা বিদেশি গণমাধ্যম থেকে প্রকাশিত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দেশে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে একটি 'বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি' বিরাজ করছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এতকিছু হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে গণতন্ত্র বিরাজ করা সত্ত্বেও তা কেবিনেটে এজেন্ডা হিসেবে কোনোদিন আলোচিত হয়েছে কি না—আমি জানি না। অর্থমন্ত্রী এটি প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবহিত করেছেন কি না—আমি জানি না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের অর্থনীতি যে আকারে বড় হয়েছে, সে তুলনায় বাজেটের আকার বাড়েনি। প্রতিবছর আর্থিক মূল্যে বাজেট সাড়ে ১৬ শতাংশ বাড়লেও বাস্তবায়নে দেখা যায়, বেড়েছে ১৪ শতাংশ। এর মধ্যে মূল্যস্ফীতির প্রায় ছয় শতাংশ বাদ দিলে জাতীয় আয়ের তুলনায় বাজেট খুব বেশি বাড়ছে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। আর সেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আচরণ ও অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের আর্থিক নেতৃত্বে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর নেই। অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় কোনো অসঙ্গতি আছে কি-না, তা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেছেন তিনি।

অর্থ পাচার প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় বলেন, দেশ থেকে অবৈধ উপায়ে নামে-বেনামে টাকা বের হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিদেশে অবস্থিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হিসাবে আনতে হবে। অর্থ পাচার রোধে রাজনৈতিক অর্থনীতি সক্রিয় রয়েছে। সেটা মোকাবেলায় প্রশাসনের সামর্থ্য রয়েছে কি না, সে বিষয়ে তিনি সংশয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে সরকারের মনোবল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

বিশ্ববাজারে তেলের দর কম থাকায় অনেক সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিশ্ব অর্থনীতি অনেক জটিলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কোনো সমস্যা তৈরি হলে, তা প্রতিরোধের যথেষ্ট প্রস্তুতি রাখতে হবে। এছাড়া আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বিপিসি, বিজেএমসি এবং সরকারি ব্যাংকসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব জনগণের কাছে তুলে ধরার দাবি জানিয়েছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর (এনজিও) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরকারের উন্নয়ন বাজেট সমন্বয় প্রয়োজন বলেও মত দেন তিনি।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ব্যাংকের বেসরকারি খাতে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে কিন্তু মেয়াদি ঋণের হার বাড়ছে না। এই অর্থ কী ভোক্তাঋণে যাচ্ছে না অন্যকোনো খাতে? সরকারকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে। বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন হচ্ছে সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে। তবে বিভিন্ন পক্ষের সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর দাবি রয়েছে, এ বিষয়ে সিপিডির মত, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের বিষয়টি মাথায় রেখে সুদহার না কমানো উচিত হবে না। কেননা এতে ব্যাংকের আমানতে সুদহার আরও কমে যাবে। এতে করে সুদহারের সঙ্গে মূল্যস্ফীতি বাদ দিলে টাকার মান ঋণাত্মক হয়ে যায়। বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সরকারি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতের সুপারিশ করা হয়েছে।

ড. গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, সরকারি বিনিয়োগ বেসরকারি বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু বর্তমানে সরকারি বিনিয়োগ বাড়লে বেসরকারি খাতে তেমন প্রভাব পড়ছে না। সেক্ষেত্রে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত ও দুর্নীতি বাধাগ্রস্ত করে থাকতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সুবিধা পাওয়া যায়, তাই বেসরকারি বিনিয়োগ কিছুটা দেরিতে বাড়ছে বলেও তিনি জানান।

মূল প্রবন্ধে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা কম আদায় হতে পারে। এ সময়ে আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, যা বিগত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। তিনি জানান, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও নেতিবাচক প্রবাহ রয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ছয় লাখ কর্মসংস্থান বেড়েছে, যা বার্ষিক হারে তিন লাখ। কিন্তু আগের দশকে প্রতি বছর ১৩ লাখ ৮০ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল। তিনি আরও জানান, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন কম হচ্ছে। বিশেষ করে বৈদেশিক সাহায্যের ৭৫ ভাগ অব্যবহৃত থাকছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়েছে, আর্থিক খাত ধীরে ধীরে দুর্বল জায়গায় চলে যাচ্ছে, তথ্যের স্বচ্ছতার অভাব দেখা দিয়েছে। বাজেটে বড় বড় আহরণের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়ার পর যদি বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে একটি আর্থিক সংস্কার ও পরিসংখ্যান কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া অর্থনীতি সংক্রান্ত আইন, বিধিবিধান সংস্কারের দাবি করা হয়েছে।